কৃষিই সমৃদ্ধি

কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র

বাংলাদেশ কৃষি গবেষণা ইনস্টিটিউট
জয়দেবপুর, গাজীপুর-১৭০১

অফিস ফোন: ০২-৪৯২৬১৩৯১
পিএবিএক্স নং: ৪৯২৭০০৪১-৮ ext. ৫৩২১
ই-মেইল : dir.tcrc@bari.gov.bd
Web : www.bari.gov.bd

স্মারক নং- কফ/৭৭৫ তারিখ ঃ ২৮/১২/১৭

আলুর মড়ক বা নাবী ধ্বসা (Late blight) রোগে কৃষকের করণীয়

বিগত কয়েক সপ্তাহ যাবৎ বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় আলু ফসলের প্রতিকূল আবহাওয়া বিরাজ করছে। রাতের তাপমাত্রা তুলনামুলকভাবে বেশী থাকছে আবার দিনে কুয়াশাছন্ন অবস্থা বিরাজ করছে। তাই এ সময়ে আলুতে নাবী ধ্বসা (Late blight) রোগের আক্রমনের সম্ভবনা অনেক বেশী। ইতোমধ্যে বাংলাদেশের কোন কোন এলাকায় আলুতে নাবী ধ্বসা (Late blight) রোগের প্রার্দুভাব দেখা দিয়েছে। এমতাবস্থায়, যে সমস্ত জমিতে রোগের আক্রমন এখনো হয়নি সে সকল জমিতে ম্যানকোজেব নামক ছত্রাকনাশক প্রতি লিটার পানিতে ২ গ্রাম হারে মিশিয়ে ১০ দিন অন্তর অন্তর ভালোভাবে স্প্রে করতে হবে। আর যে সকল জমিতে ইতোমধ্যে রোগ দেখা দিয়েছে, সে সকল জমিতে নিম্নের যে কোন একটি ছত্রাকনাশক পর্যায়ক্রমিকভাবে বা ছত্রাকনাশকের মিশ্রণ সাত দিন অন্তর অন্তর স্প্রে করতে হবে।

- সিকিউর (২ গ্রাম/লিটার) অথবা
- এক্রোভেটএম জেড (২ গ্রাম/লিটার) অথবা
- মনা ২৮ এসসি (১ গ্রাম/লিটার) অথবা
- মেলোডিডুও ১ গ্রাম + এক্রোভেটএম জেড ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে) অথবা
- মেলোডিডুও ৪ গ্রাম + সিকিউর ২ গ্রাম (প্রতি লিটার পানিতে)

এখানে উল্লেখ্য যে, রোগের প্রাদুর্ভাব বেশী হলে ৩-৪ দিন অন্তর অন্তর ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। গাছের পাতায় কুয়াশা শুকিয়ে যাওয়ার পর ছত্রাকনাশক স্প্রে করতে হবে। আর যদি পাতা ভিজা অবস্থায় ছত্রাকনাশক দিতেই হয়, তাহলে প্রতি লিটার পানিতে ২-৩ গ্রাম সাবানের গুড়া পাউডার ছত্রাকনাশকের সাথে মিশিয়ে নিতে হবে। ছত্রাকনাশক ভালভাবে স্প্রে করতে হবে যাতে পাতার নীচে ও উপরে ভালভাবে ভিজে যায়। এ ক্ষেত্রে সাধারণ স্প্রেয়ারের পরিবর্তে পাওয়ার স্প্রেয়ার ব্যবহার করা উত্তম। আক্রান্ত জমিতে সাময়িকভাবে সেচ প্রদান বন্ধ রাখতে হবে।

২৮/১২/১৭
(ড. তপন কুমার পাল)
পরিচালক
কন্দাল ফসল গবেষণা কেন্দ্র
বিএআরআই, জয়দেবপুর, গাজীপুর।